৬ আগস্ট ২০১৫

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড নিয়ে বাংলাদেশ পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা এর সংবাদ বিজ্ঞপ্তির বিষয়ে *অধিকার* এর বক্তব্য

গত ২ আগস্ট ২০১৫ বাংলাদেশ পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স এর সংবাদ মাধ্যমে পাঠানো *"বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড পুলিশ করেনি; অধিকার ও বামাকের বক্তব্য বেআইনি: নিছক নাশকতামূলক প্রচারণা"* শিরোনামে সংবাদ বিজ্ঞপ্তি স্মারক নং-এমএন্ডপিআর/১৭০৫ *অধিকার* এর নজরে এসেছে। বিজ্ঞপ্তিতে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স বলেছে, 'বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড' নিয়ে *অধিকার* এবং বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন (বামাক) এই সংস্থা দুটোর বক্তব্য বাংলাদেশের বিদ্যমান আইনের পরিপন্থী, যা আইনের শাসন এবং বিচার ব্যবস্থাকেই চ্যালেঞ্জ জানানোর শামিল। *অধিকার* পুলিশের এই বক্তব্য প্রত্যাখান করছে। মানবাধিকার সংগঠন *অধিকার* বাংলাদেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও দায়মুক্তি বন্ধের লক্ষ্যে কাজ করছে। বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড আইনের শাসনের পরিপন্থী। বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের বিভিন্ন ঘটনা যে ঘটছে, সেই ব্যাপারে ভিকটিম পরিবাররগুলো প্রতিনিয়তই অভিযোগ করছেন। এছাড়া অভিযোগ আছে যে, পুলিশ 'ক্রসফায়ারে' হত্যা করার ভয় দেকিয়ে গ্রেপ্তারকৃতদের কাছ থেকে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি আদায় করে। *অধিকার* বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত খবর ও মানবাধিকার কর্মীদের পাঠানো এই সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করে তা প্রতিবেদন আকারে প্রকাশ করে।

দেশের সর্বোচ্চ আদালতও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে বেশ কয়েকটি আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে রুল জারি করেছেন। ২০০৯ সালের ১৫ নভেম্বর মাদারীপুরে দুই সহোদর লুৎফর খালাসী এবং খায়রুল খালাসীর তথাকথিত 'ক্রসফায়ারে' মৃত্যুর ঘটনায় সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের একটি বেঞ্চ স্বঃপ্রণোদিত হয়ে সরকারের প্রতি রুল জারি করেন। ওই রুলে মাদারীপুরে ক্রসফায়ারে দুই সহোদরের হত্যাকাণ্ডকে কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না, সেই বিষয়ে সরকারের কাছে জানতে চাওয়া হয়। ২০০৯ সালের ১৪ ডিসেম্বর হাইকোর্টের ওই বেঞ্চে শুনানীর সময়ে রাষ্ট্রপক্ষ সময় চাইলে আদালত রুলের শুনানি না হওয়া পর্যন্ত ক্রসফায়ার বন্ধের নির্দেশ দেন। পরে প্রধান বিচারপতি বেঞ্চ পুনর্গঠন করলে রুল জারিকারী বেঞ্চ ভেঙে যায়। ফলে ঐ রুলের শুনানি আজ পর্যন্ত মুলতবী হয়ে আছে।[১] গত ১ জুন ২০১০ সুপ্রিমকোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি এএইচএম শামসুদ্দিন চৌধুরী ও বিচারপতি মো: দেলোয়ার হোসেন এর সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ আদালত অবমাননার অভিযোগ থেকে চট্টগ্রামের পুলিশ কমিশনার মনিরুজ্জামানের অব্যাহতির আবেদনের শুনানী চলাকালে বলেন, "নিরাপত্তা হেফাজতে নির্যাতন করে মানুষ হত্যাকে কোনভাবেই বরদাশত করা হবে না। কারণ জনগণের অধিকার রক্ষার জন্যই বিচারপতিরা সাংবিধানিকভাবে শপথ নিয়েছেন"।[২]

[১] সুত্র: যায়যায়দিন, ১৪ জানুয়ারি ২০১০
[২] সুত্র: প্রথম আলো, ২ জুন ২০১০

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড যে ঘটছে, সে সর্ম্পকে মাননীয় হাইকোর্টের বিচারপতিদের উপরোক্ত নির্দেশে তা প্রতীয়মান হয়। এছাড়া র‍্যাবের হাতে দুটি মৃত্যুকে বিচারবহির্ভুত হত্যাকাণ্ড বলে অভিমত দিয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। হত্যাকাণ্ড দুটো হলো গত ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১০ এ মিরপুরের পল্লবী এলাকায় নিহত মহিউদ্দিন আরিফ এবং ১০ সেপ্টেম্বর ২০০৯ এ রামপুরায় নিহত তরুণ অভিনেতা কায়সার মাহমুদ বাপ্পী। নিহতদের আত্মীয়-স্বজনের অভিযোগের প্রেক্ষিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আইন অধিশাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত উপ-সচিবের নেতৃতে তদন্ত দুটি পরিচালিত হয়। তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আরিফের মৃত্যু হয়েছে র‍্যাব হেফাজতে অমানুষিক নির্যাতনে। আর বাপ্পী ক্রসফায়ারে নয়; র‍্যাবের সরাসরি গুলিতে মারা যান। বিশেষ তদন্ত কমিটি আইনগত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা নিশ্চিত করারও সুপারিশ করে।[৩] পুলিশের সর্বোচ্চ পদধারী ব্যক্তিরা তাঁদের বক্তব্যে ক্রসফায়ার বা বন্দুকযুদ্ধকে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বলে স্বীকার না করলেও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদনের মাধ্যমে তা ইতিমধ্যেই প্রমাণিত। গত ২৯ জুন ২০১০ এ সিএনজি অটোরিক্সা চালক বাবুল গাজী পুলিশ হেফাজতে মারা যান। পুলিশের দাবি, পুলিশের গাড়ী থেকে পালিয়ে যাবার সময় রাস্তায় পড়ে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে তিনি মারা যান। কিন্তু নিহতের পরিবার অভিযোগ করেন, র‍্যাব বাবুল গাজীর কাছ থেকে দুটি অটোরিক্সা উদ্ধার করে এবং তাঁর কাছে ২ লক্ষ টাকা দাবি করে। কিন্তু তিনি মাত্র ৭০ হাজার টাকা জোগাড় করতে পারেন। পুরো ২ লক্ষ টাকা না দেয়ায় তাঁকে নির্যাতন করে হত্যা করা হয়।[৪] অস্বাভাবিক মৃত্যুর কারণে বাবুল গাজীর ময়না তদন্ত সম্পন্ন হয়। ময়না তদন্তকারী ডা: প্রদীপ বিশ্বাস বাবুল গাজীর মৃত্যুর ঘটনাকে দুর্ঘটনাজনিত বলে ময়না তদন্ত রিপোর্টে উল্লেখ করেন। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের কাছে ঐ ময়না তদন্ত রিপোর্ট বিশ্বাসযোগ্য হয়নি। এরপর হাইকোর্ট বিভাগের একটি বেঞ্চ ময়না তদন্ত রিপোর্টের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের নির্দেশ দেন। এর প্রেক্ষিতে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ডা: কাজী দীন মোহাম্মদ তিন সদস্যের ফরেনসিক সায়েন্স এক্সপার্ট কমিটি গঠন করেন। বিশেষজ্ঞ কমিটি তাঁদের প্রতিবেদনে বলেন, বাবুল গাজীর মৃত্যুর ঘটনা হত্যাজনিত প্রকৃতির। কিন্তু ময়না তদন্ত রিপোর্টে এই মৃত্যুর ঘটনাকে দুর্ঘটনাজনিত বলে উল্লেখ করা হয়েছিল, যা সঠিক নয়। এই প্রতিবেদন দাখিলের পর ময়না তদন্তকারী ডা: প্রদীপ বিশ্বাস স্বীকার করেন যে, বাবুল গাজীর শরীরে যে জখমের চিহ্নগুলো ছিল তা হত্যাজনিত কারণে হয়েছে।[৫] উপরোক্ত ঘটনাগুলো প্রমাণ করে যে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড দৃশ্যমান এবং পুলিশ-র‍্যাব এই ধরনের বহু ঘটনার সঙ্গে জড়িত রয়েছে।

পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স তার বিজ্ঞপ্তিতে বলেছে, 'স্পেনে যেভাবে নিজ দেশের বিরুদ্ধে লেখানোর জন্য পঞ্চম বাহিনীকে ব্যবহার করা হয়েছিলো বাংলাদেশেও সেই অপতৎপরতা লক্ষ্যণীয়। বিদেশী অর্থায়নে পরিচালিত বিভিন্ন সংস্থার রিপোর্ট এদেশের আইনশৃংখলা, বিচার ব্যবস্থাকে বিতর্কিতভাবে পৃথিবীর মানুষের সামনে তুলে ধরা হয়। এতে বিদেশের কাছে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি, বিদেশী বিনিয়োগ এবং রাজনৈতিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে, যা নাশকতামূলক কাজ হিসেবে বিবেচিত'। *অধিকার* এই বক্তব্যের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে। একটি মানবাধিকার সংগঠন হিসেবে *অধিকার* এর প্রধানতম দায়িত্ব দেশে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটলে তা তুলে

[৩] সুত্র: আমার দেশ, ২৫ নভেম্বর ২০১০

[৪] সুত্র: অধিকারের প্রাপ্ত তথ্য থেকে

[৫] সুত্র: ইত্তেফাক, ৬ নভেম্বর ২০১০

ধরা এবং সরকারের কাছে তার প্রতিকার চাওয়া। মানবাধিকার কর্মীরা সরকারের বিভিন্ন বাহিনীর সদস্যদের দায়মুক্তি রোধ করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানায় এবং একটি গণতান্ত্রিক সরকারের দায়িত্ব মানবাধিকার কর্মীদের বক্তব্যের বিষয়ে সচেতন হয়ে তা প্রতিকারের চেষ্টা করা। গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতামূলক সরকারের কাছে মানবাধিকার কর্মীদের ত্যাগ ও তিতিক্ষা সবসময়ই প্রশংসনীয় হয়।

বাংলাদেশ জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলের নির্বাচিত সদস্য হিসেবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো বন্ধে এবং মানবাধিকার কর্মীদের নিরাপত্তা বিধানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। *অধিকার*ও জাতিসংঘের ইকোনোমিক এন্ড সোসাল কাউন্সিলের স্পেশাল কনসাল্টেটিভ স্ট্যাটাস পাওয়া একটি সংগঠন।

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও দায়মুক্তি বন্ধের লক্ষ্যে *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার রক্ষাকর্মীরা প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করছেন। *অধিকার* হাজার হাজার ভিকটিমের কণ্ঠ হিসেবে বৈষম্যহীনভাবে কাজ করছে। গুম, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড এবং নির্যাতন বন্ধসহ বাক্, ব্যক্তি ও সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সোচ্চার ভূমিকা পালন করার কারণে *অধিকার* সরকারের রোষাণালে পড়েছে। *অধিকার* এর সঙ্গে সম্পৃক্ত মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের গোয়েন্দা নজরদারি এবং ভয়ভীতি প্রদর্শনসহ তাঁদের কর্মকাণ্ডে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হচ্ছে। এছাড়া *অধিকার* এর সমস্ত অর্থায়ন বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এসব সত্ত্বেও *অধিকার* এর কর্মীরা মানবাধিকার রক্ষার মহান ব্রত পালন করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। *অধিকার* মনে করে সরকারের পুলিশসহ সব বাহিনীর জবাবদিহিতা নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। আইনশৃংখলা রক্ষকারী বাহিনীর কিছু সদস্যের বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হবার অভিযোগ থাকায় *অধিকার* এই সমস্ত ঘটনার তদন্ত সাপেক্ষে দোষী সদস্যদের বিচার নিশ্চিত করার দাবি জানাচ্ছে। সেই সঙ্গে *অধিকার* পুলিশ বাহিনীসহ অন্যান্য বাহিনীর যে সমস্ত সদস্য জনগণের জানমাল রক্ষা করতে যেয়ে জীবন দিয়েছেন তাঁদের পরিবারের প্রতি সহমর্মিতা জানাচ্ছে এবং সৎ, যোগ্য ও দেশপ্রেমিক পুলিশ সদস্যদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছে।

সংহতি প্রকাশে,
অধিকার টিম